স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭১ ইং 17th Feb. 1965 { ৩৮শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarkar

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

সকল ডাক্তারখানা ও বিপণিতে পাওয়া যায়।

বি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

মোগল বাদশাহ্ আমলের পুরাতন গল্প

—০—

ইংরাজ আমলে কলিকাতা মহানগরী ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন ১লা জানুয়ারী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক সংবাদ জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে দিল্লীতে "করোনেশন দরবার" করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহিষীসহ দিল্লীতে একটি দরবার করেন।

মোগল বাদশাহদের আমলে বিশেষতঃ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে দরবারে নানা প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন। বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধি ও ঠাট্টা তামাসার কথা এখনও নানা পুস্তকে দেখা যায়। লোকপরম্পরায়ও অনেক সুমধুর হাস্যরসের গল্প শোনা যায়।

বাদশাহ একদিন বীরবলকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—এক মাসের মধ্যে বাদশাহের দরবারে এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে হাজির করিতে হইবে যে তিনি বাদশাহের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পাইবেন না। বাদশাহ তাঁহাকে ইঙ্গিতে যে প্রশ্ন করিবেন, তিনিও ইঙ্গিতে তাহার উত্তর করিবেন। এক মাসের সময় যথেষ্ট ইহার মধ্যেই এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করা চায়। নচেৎ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। বাদশাহ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলে তাঁহাকে এবং বীরবলকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিবেন।

বীরবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সেই জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বাদশাহী খেয়ালমত জ্ঞানী মানুষ না আনিতে পারিলে সম্রাটের খেয়াল—প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। উনত্রিশ দিন শেষ হইল, মাত্র একদিন সময়। কোথায় সেই ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব করা জ্ঞানী পান—ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। আজ শেষ দিন কাজেই আজই দরবারে হাজির হইতে হইবে। রাজধানীর দিকেই চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন এক মেষপালক প্রায় দুইশত মেষ লইয়া মাঠে চরাইতেছে। তাহাকে বীরবল জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি একাই এই মেষগুলির মালিক? মেষপালক বলিল—জী হুজুর আমি একাই এগুলির মালিক। শুনিয়া বীরবল ভাবিলেন—যা থাকে কপালে একেই বাদশাহের নিকট হাজির করা যাক। বীরবলের কথামত সে মেষগুলিকে বেড়ার মধ্যে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। যাইতে যাইতে বীরবল তাহাকে বলিয়া কহিয়া তালিম দিতে লাগিলেন—দেখ, বাদশাহের কাছে গিয়ে কোন কথা বলিবে না—সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। বাদশাহ যে ইসারা করিবেন, তোমার মনে যা হয় তুমিও ইসারা করিবে।

যথা সময়ে এই ভেড়াওয়ালা জ্ঞানীকেই দরবারে উপস্থিত করিয়া বীরবল বলিলেন ইঙ্গিতে উত্তর দিবেন এই জ্ঞানী ব্যক্তি। বলিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন বীরবল।

বাদশাহ সেই মৌন জ্ঞানীকে তাঁহার (বাদশাহের) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী (অঙ্গুলি) দেখাইলেন। ভেড়াওয়ালা পণ্ডিত তখন তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুটি অঙ্গুলি দেখাইল। বাদশাহ তখন তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি আঙ্গুল দেখাইবামাত্র ভেড়াওয়ালা জ্ঞানী তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি (বুড়ো আঙ্গুল) নড়াইয়া দেখাইল। বাদশাহ হাসিমুখে বীরবলকে বলিলেন এই পণ্ডিত খুব জ্ঞানী আমার সওয়ালের ঠিক জবাব দিয়াছেন। এঁকে অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে সম্বর্দ্ধনা কর। আমি তাহাকে যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি দান করিব। তোমাকেও পুরস্কার দিব যথেষ্ট।

বীরবলের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল সেই ব্যক্তিকে রাজ অতিথিশালায় রাখিয়া বীরবল বাদশাহের নিকট আদরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন —খোদাবন্দ কি সওয়াল করিলেন? আর সেই বা কি জবাব দিল? বাদশাহ বলিলেন—আমি যখন এক আঙ্গুল দেখাইয়া মনে মনে বলিলাম—**"লা ইলাহা ইল্লিলা"** এক। তখন জ্ঞানী ব্যক্তি দুই আঙ্গুল দেখাইয়া উত্তর দিলেন এক নয় তার সঙ্গে তাঁহার নাম প্রচারক **"মহম্মদ"** এক। এই দুই প্রধান। যখন আমি আর এক অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলাম কেন? আমি তো বাদশা আমাকে নিয়ে তিন হয় না কি? জ্ঞানী মৌনী বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন—তুমি এইটি অর্থাৎ তোমার কিম্মৎ কিছুই নাই। খুব জবর জবাব। বীরবল নিজের জোর বরাত ভাবিলেন।

বীরবল তারপর অতিথিশালায় গিয়া ভেড়াওয়ালা জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা মেষপালক! তুমি বাদশার সওয়াল কি বুঝিলে আর কি জবাব দিলে? ভেড়াওয়ালা জ্ঞানী বলিল—হুজুর তুমি বাদশার কর্ম্মচারী, নিশ্চয় তাঁকে বলেছ—এর অনেক ভেড়া আছে। বাদশা এক আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন আমাকে একটা দিতে হবে। আমি বুদ্ধি ক'রে দেখলাম একটাতে কি হবে? একটা মদ্দা আর একটা মাদী দুটি দিব, ঐ দুটিতেই তোমার অনেক হবে। বাদশা আর এক আঙ্গুল দেখিয়ে বলে—তিনটি দিতে হবে। তখন আমার রাগ হলো তাই, আমি তাঁকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লাম একটিও দিব না। এখন আমাকে বাড়ী যেতে দাও আমি ভেড়া চরিয়ে খাব বাবা এই বাড়ীতে মানুষ থাকে?

শোচনীয় বাস দুর্ঘটনা

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী কান্দী হইতে রাধারঘাট-গামী একখানি বাস উদয়চাঁদপুরের নিকট শোচনীয় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। কান্দী রাজ কলেজের ছাত্র শ্রীভবানী ঘোষ ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আরও ১১ জন যাত্রী আহত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে তিনজনের আঘাত গুরুতর। বাসখানি প্রথমে একটি গরুর গাড়ী ও পরে বাবলা গাছে ধাক্কা খায়। বাসটিও সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ধাক্কায় গাছটির কিয়দংশ বাসটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা যাত্রীদিগকে বাসের মধ্য হইতে অতি কষ্টে উদ্ধার করেন। 'কান্দীবান্ধব'

রাষ্ট্র-ভাষা-সঙ্কটে শঙ্কর

বৃষ কহে বৃষভ-বাহনে—
মাভৈঃ মাভৈঃ দেব! তোমার সাহসে
কারেও করি না ভয় পশু আমি তবু
পশুপতি প্রভু মোর দেব পঞ্চানন।
"হাম্ বা! হাম্ বা!" রবে দিগন্ত কাঁপাই।
"হাম্ বা" তো রাষ্ট্রভাষা!
"আমি আছি" এর বাংলা মানে।
পুরুষত্ব-হীন মোরা দুইটি জুটিলে,
শাসক-প্রতীক হই সব নির্ব্বাচনে।

সমাজ শিক্ষা দিবস

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'দেশবন্ধু যতীনদাস' পাঠাগারের পরিচালনায় সমাজ শিক্ষা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়। সভাপতি মহাশয় এই উৎসবের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল সভ্যগণ কর্তৃক শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বৌ-দির বিয়ে" নাটক অভিনয়। নাটকটী উদ্বোধন করেন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, নাটকখানি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ইতিপূর্ব্বে এঁরা "সাজাহান" নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, এবারও এই অপূর্ব্ব হাসির নাটকে তাঁদের দলগত অভিনয়ের প্রশংসা করতে হয়। নাটকখানি উপভোগ্য হ'য়েছিল শিল্পীদের অভিনয়ের গুণে, প্রত্যেকটি শিল্পীই তাঁদের নিজ নিজ অভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন। এই অনুষ্ঠান দেখে মনে হলো যে উৎসবের অনুষ্ঠান যাই হোক না কেন তার সার্থকতা হবে তখনই যখন তা উৎসবের মাধুর্য্যটুকু বিলিয়ে দেবে দর্শকের মাঝে। মঞ্চ ও আলোক সম্পাতের কাজ খুবই প্রশংসনীয়।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই মার্চ্চ, ১৯৬৫

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

১২ স্বত্ব ডিঃ শ্রীপতি মণ্ডল দেং সুন্দরলাল ঘোষ দিং দাবি ৮৪ টাকা ৬৬ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রমাকান্তপুর ১৭ শতকের কাত ২·২৫ পয়সা মধ্যে দেন্দারের ২ শতক অংশ হারাহারি খাজনা ·২৫ পয়সা আঃ ৫০৲ খং ২৩৭

১৪ অন্য ডিঃ প্রহ্লাদকুমার মজুমদার নাঃ দিং দেং প্রবীরকুমার পাল নাঃ পক্ষে অলিপিতা মহাদেব পাল দাবি ৪২ টাকা ৮৫ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিদ্ধিকালী ২১ শতক জমি আঃ ২০৲ খং ৫১১ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

বিশ্বস্ততায় প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপ্যারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত পোঃ রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ